ওলি সোয়েঙ্কার *'Telephone conversation'* এর বাংলা অনুবাদ

বর্ণবাদী-সংলাপ

ভাড়াটা মনে হল যুক্তিসংগত,
লোকেসনের ব্যাপারে আমার কোন পছন্দ নেই।
বাড়ীর মালিক ভদ্রমহিলা জানাল,
সে পাশের ফ্লাটেই থাকে।
'ম্যাডাম', আমি সাবধান করতে চাইলাম।
'আমি নিস্ফল কোন যাত্রাকেই পছন্দ ক রি না!
আমি একজন আফ্রিকান।'
অপর প্রান্তের নিশব্দতা জানান দিল তার কুলীন ভদ্রতা!
কন্টসর যখন ফিরে এল, তা মনে হল সোনায় মোড়ানো সিগারেট হলডার দিয়ে বেরিয়ে আসছে।
আমি ধরা পড়লাম অনেকটা অশ্লীলভাবে।

'কি পরিমান কালো?' আমি ভুল শুনিনি।
'তুমি কি হালকা ভাবে কালো?
বোতাম ক, বোতাম খ।
খানিকটা কানামাছি খেলার চেষ্ঠা করলাম।
লাল রংয়ের টেলিফোন বোথ।
লাল রংয়ের খাম্বা
লাল রংয়ের দুতালা বাছ চলে যাছেছ কালো রংয়ের পীচডালা পথ দিয়ে।
নিজের আচারবরজিত নীরবতা, আমি সমরপন করলাম নিজের হীনমন্নতায়।
তার কাছ থেকে আরও স রল ব্যাখ্যা মাংলাম!

মহিলা খুবই বিবেচক। বিভিন্নভাবে সে প্রশ্ন করল একটা পর একটা।
'তুমি কি ঘোর কালো? নাকি খুব হাল্কাভাবে কালো?
তুমি বুঝাতে চাও - দুধের মত, অথবা দুধ-চকোলেটের মত?'
একজন শইল্লচিকিৎসকে র নিরপ্পত্ততায় সে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করল।
আমি ব ল্লাম, 'পশ্চিম আফ্রিকান সেপিয়া!' এবং অনেকটা পরবরতি চিন্তায় বললাম
'আমার পাসপোর্ট।' নিরবতা নেমে এলো অপর প্রান্তে, মাউতপীসে কঠীন শুনালো 'কি সেটা?'
আমি সীকার ক র লাম আমি সঠিক জানিনা কি সেটা?
'ব্রুনেটের মত, সেটা তো কৃষ-বর্ণ - তাই নয় কি?'
'পুরাপুরি নয়। আমার মুখমন্ডল হছেছ ব্রুনেট।
আমার হাতের তালু পাংশুটে সাদা,
কিনতু ম্যাডাম, আপনার উচিত আমাকে সামনা সামনি দেখা!'
বুঝতে পারলাম সে রিসিভার রেখে দিছেছ।

[কবিতাটি ১৯৫০ ও ১৯৬০ দশকের বৃটীশ বর্ণবাদী স মাজের প্রেক্কাপটে লিখিত।]

অনুবাদঃ ডঃ খায়রুল হক চৌধূরী